TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা ◻ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ
মহিলা কমিশন

(১)

জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য কমিশনকে নিয়ে আঞ্চলিক সম্মেলন

জাতীয় মহিলা কমিশন এবং মেঘালয় সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ১৮/২/১০ শিলং-এর শিলং ক্লাবে একদিনের একটি রিজিওন্যাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মহিলাদের সাংবিধানিক এবং আইনি অধিকার রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই কনফারেন্সের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিষয় ছিল 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মহিলাদের অধিকার'। সিকিম এবং মণিপুর মহিলা কমিশন ছাড়া উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যের মহিলা কমিশনের সভানেত্রীগণ এই সম্মেলনে যোগ দেন। এছাড়া, উক্ত রাজ্যগুলির এনজিওসমূহ, কিছু বুদ্ধিজীবি এবং মেঘালয় সমাজকল্যাণ দপ্তরের অফিসার ও কর্মীগণ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেঘালয় সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী,তথা সমাজকল্যাণ মন্ত্রী, উপস্থিত থেকে মেঘালয়ে মেয়েদের অধিকার সর্ম্পকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য শ্রীমতি ডব্লিউ সিয়েম এবং সদস্য-সচিব শ্রীএস চাটার্জি, তাদের বক্তব্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে মেয়েদের সাংবিধানিক এবং আইনি অধিকার রূপায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

'মেয়েদের আইনি অধিকার এবং সচেতনতা' বিষয়ের উপর যে অধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী। উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ইত্যাদি রাজ্যের স্থানীয় সরকারে মহিলারা যে এখনও অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাননি তা এই

22/2/10

Archana Bhattacharjee
Member Secretary
Tripura Commission for Women

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▫ আগরতলা ▫ পশ্চিম ত্রিপুরা ▫ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ   তারিখ ঃ

অধিবেশনে বিশদভাবে আলোচিত হয়। তাছাড়া, ত্রিপুরা ছাড়া উক্ত অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫ রূপায়নের জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ পায়। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সভানেত্রী কনফারেন্সে জানান যে, এই আইনটির সফল রূপায়নের জন্য ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে ৬৪ জন প্রটেক্‌শন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১১টি এনজিওকে সারভিস প্রভাইডার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের এই পদক্ষেপকে কনফারেন্সে উপস্থিত সকলে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। সভানেত্রী ডঃ তপতী চক্রবর্তী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে মহিলা সুরক্ষা আইন, ২০০৫ রূপায়নে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রেকে আর্থিক সহায়তা দেবার বিষয়ে উদ্যোগী করার জন্য জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ও সদস্য-সচিবের কাছে অনুরোধ রাখেন। একই সঙ্গে মহিলাদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য মহিলা কমিশন আইনে কিছু সংশোধন আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি জাতীয় মহিলা কমিশনকে অনুরোধ করেন। উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে উত্তর-পূর্বের সব কমিশনগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাবী জানানোর আহ্বানও জানান ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সভানেত্রী। এছাড়া,উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মহিলা কমিশনের সভানেত্রীরাও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধিজীবি এবং সাংবাদিক মেঘালয়ের মত মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার না থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই রাজ্যগুলিতে উপজাতি সম্প্রদায়গুলির প্রথাগত আইন উপজাতি মহিলাদের পক্ষে পরিবর্তনের জন্য আবেদন জানান অংশগ্রহণকারীরা।

সব শেষে, উক্ত কনফারেন্স থেকে জাতীয় মহিলা কমিশন এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্য সরকারগুলির কাছে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় সর্বসম্মতিক্রমে কিছু প্রস্তাব পেশ করেন মেঘালয় মহিলা কমিশনের সভানেত্রী । ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সন্ধ্যা সাতটায় কনফারেন্স শেষ হয়।

22/2/10

Archana Bhattacharjee
Member [illegible]
Tripura Commission [illegible]

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN
ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা □ পশ্চিম ত্রিপুরা □ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

পূর্ব মাছলি গ্রামের বুল্টিকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে : মহিলা কমিশন

খবরের কাগজে প্রকাশিত মর্মান্তিক ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য বিগত ১৭/২/১০ তারিখ মহিলা কমিশনের তদন্ত কমিটি মনু থানায় উপস্থিত হয়। থানা থেকে কমিশন এই হত্যাকান্ড সর্ম্পকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে এবং ঘটনাটিতে এ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সর্ম্পকে অবহিত হয়। উক্ত ঘটনায় পুলিশ ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৫০/৩০২ ধারায় অভিযোগ রেজিষ্ট্রি করেছে। এরপর, কমিশন টিম পূর্বমাছলি গ্রামে মৃত হারাধন রুদ্রপালের পুত্র শ্যামল রুদ্রপালের বাড়ীতে, ঘটনাস্থলে, যায় এবং মৃতা যুবতীর দুই ভাই শ্যামল, স্বপন এবং আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে। কমিশন নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলে ঘটনা সর্ম্পকে বিষদভাবে জানার চেষ্টা করে।

উল্লেখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় যে ১৮ বছরের যুবতী মৃতা বুল্টি পিতা মাতার মৃত্যুর পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ঘরের কাজ কর্ম নিয়েই থাকত। দাদা শ্যামল রুদ্রপাল আড়াই মাস পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম রাতাছড়ার মেয়েকে বিয়ে করেছেন। নতুন বৌদির সঙ্গে বুল্টির সর্ম্পক ভাল ছিল। সে নিজেও ছিল শান্ত স্বভাবের মেয়ে । তার চরিত্র সর্ম্পকে গ্রামের কারোর কোন অভিযোগ ছিলনা । ঘটনার দিন, ৯/২/১০, সন্ধ্যায় বাড়ীতে বুল্টি ছাড়া তার পরিবারের আর কেউ ছিল না। ছোট ভাই স্বপন চাকরি সূত্রে আগরতলায় ছিল, বড় ভাই শ্যামল ঐদিন দুপুর ১টায় স্ত্রীকে নিয়ে কবিরাজ দেখাবার জন্য শ্বশুড়বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বোনকে রাত্রিতে পাশের বাড়ীর মহিলার বাড়ীতে গিয়ে ঘুমানোর কথা বলে গিয়েছিল । দাদার নির্দ্দেশ অনুযায়ী বুল্টি তার রাতের খাবার এবং বিছানা সন্ধ্যার সময়ই প্রতিবেশী অর্চনা দাসের বাড়ীতে রেখে আসে। তারপর সে বাড়ীতে এসে রান্নাঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলের শোবার ঘরে রেখে তালা দিয়ে বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ই তার উপর বর্বরতম ঘটনাটি ঘটেছিল। কারণ অর্চনা দাস বুল্টির জন্য অনেক

22/2/10

Archana Bhattacharjee
Member ... ary
Tripura Comm... for Women

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে গেইটে এসে ডাকাডাকি করেও বুল্টির কোন সাড়া পাননি। বুল্টিদের বাড়ী অন্ধকার দেখে তিনি ভেবেছিলেন বুল্টি টিভি দেখতে অন্য প্রতিবেশীর বাড়ী গিয়েছে। পরদিন সকালবেলা বুল্টির এক বান্ধবী তার খোঁজে তাদের বাড়ীতে আসলে বুল্টির মৃতদেহ দেখতে পায় এবং সে সঙ্গে সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীদের জানায়। প্রতিবেশী সুকান্ত আচার্য'র কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে বুল্টির দাদা শ্যামল অবিলম্বে বাড়ীতে চলে আসেন। এসে দেখেন বুল্টির মৃতদেহ খাটের কাছে মেঝেতে পড়ে আছে। বুল্টির গলায় দুসারি কালসিটে দাগ দেখা যায়। দাগটি নাইলনের দড়ির বলে তার মনে হয়। বাড়ির কূয়ার জলে প্রায় ১ মিটার মাপের একটি নাইলনের দড়িও ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ নিয়ে যায় এবং ১১/২/১০ তারিখ মনু হাসপাতালে মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম করা হয়। পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করার পর শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং আরও জানা যায় যে মৃতা বুল্টি ৪ মাসের অন্তঃস্বত্তা ছিল।

১৩/২/১০ পুলিশ সন্দেহক্রমে নিকটবর্তী প্রতিবেশী কালিপদ নামে ২৫ বৎসরের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে ।শ্যামলও তাকে সন্দেহ করে। কারণ সে তিনবার কালীপদকে বুল্টির সঙ্গে ঘরের দরজায় দেখেছে। কালিপদ নানা অজুহাত নিয়ে বুল্টিদের নির্জ্জন বাড়ীতে আসত। অন্যকোন যুবককে তাদের বাড়িতে আসতে গ্রামের কেউ দেখেন নি। উচুঁ টিলায় অবস্থিত কালিপদ তার ঘর থেকে শ্যামলের বাড়ী ভাল করে দেখতে পেতো। শ্যামল যে ঐদিন বাড়ীতে থাকবে না সেটা সে জেনেছিল।

পুলিশ ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে। কমিশন অবিলম্বে তদন্ত শেষ করে পুলিশকে চার্জশিট জমা দিতে বলেছে। দোষীকে সনাক্ত করার জন্য এবং অভিযোগ প্রমানিত হলে অপরাধীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন দাবী করেছে।

22/2/10

Archana Bhattacharjee
Member
Tripura Commission for Women